দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 7.6.83 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম 7 ...

007

## শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য

বাংলাদেশের পৌর উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও বেতন ক্রম নিয়ে নাকি শিক্ষা বিভাগ বিড়ম্বনায় পড়েছে। বিদ্যালয়গুলোকে বেসরকারী বিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা করার পর ১৯৭৭ সালের বেসরকারী মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশনের ২০(২) নং বিধিতে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা করে এগুলোকে পৌরসভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার অধীনে নেয়ার যুক্তি অনুমোদিত হয়। ১৯৭৯ সালে বেসরকারী শিক্ষকদের চাকরি-বিধি ঘোষিত হলে এটা পৌর উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর জন্যেও প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষা বিভাগ অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয়ের মতো এসব বিদ্যালয়ে বর্ধিত বেতনক্রম অনুদান প্রদান করলেও সম্প্রতি তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকেরা এখন অর্ধেক বেতন পাচ্ছেন। পৌরসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর বেতন ক্রম নতুনভাবে নির্ধারিত হবে, না আগের মতো অনুদান দেয়া চলতে থাকবে তা এখন বোঝা যাচ্ছে না, সব নাকি তালগোল পাকিয়ে গেছে। উত্তরাঞ্চলে এরকম বিদ্যালয় আছে দুটি। একটা বগুড়ায়, অন্যটি দিনাজপুরে। বগুড়া উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৮৪৪ সালে লর্ড হেস্টিংয়ের শাসনকালে গবর্নমেন্ট ভার্নাকুলার স্কুল হিসেবে। পরবর্তীতে এটা বাংলা স্কুল হিসেবে পরিচিত হয়। লর্ড মেকলে ও লর্ড বেন্টিংকের শিক্ষা সংস্কার কমিশন অনুসারে এই বিদ্যালয়ের নতুন নাম হয় গবর্নমেন্ট মিডল ইংলিশ স্কুল। এই বিদ্যালয়টির দায়িত্ব পৌরসভার নিকট হস্তান্তরের পর ১৯৪৪ সালে একে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। সেই থেকে বিদ্যালয়টির পরিচালনা পৌরসভাই করে আসছে। সরকার কর্তৃক বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে বেতন ক্রম প্রবর্তনের পূর্বে অর্থাৎ ১-৭-৭৭ থেকে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়



## জনমত

মন্ত্রণালয় পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে নতুন বেতন ক্রম চালু করেন। এটা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত বেতন অপেক্ষা কম হলেও পরবর্তীকালে শিক্ষা বিভাগের বেতনক্রম এসব বিদ্যালয়ের জন্যে প্রযোজ্য হলে এই পার্থক্য মুছে যায়। কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগ তাদের অনুদান বন্ধ করে দেয়ায় এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সেই আগের অবস্থায় ফিরে গেছেন। হঠাৎ করে এ অবস্থার সৃষ্টি কেন হলো শিক্ষকেরা সেটা বুঝতে পারছেন না। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার জন্যে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ বৈষম্য দূর হলে জাতীয় জীবনে তার ফল সুদূরপ্রসারী হবে বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যেই যে বৈষম্য রয়েছে অর্থাৎ অন্যান্য বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো থেকে পৌরসভার উচ্চ বিদ্যালয়গুলোকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে— তার কি হবে? এর একটা সুরাহা হওয়া দরকার। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের বৈষম্য ঘুচিয়ে দেয়া হবে অথচ পৌরসভার উচ্চ বিদ্যালয়গুলো তার কোন সুযোগ-সুবিধা পাবে না এটা কোন ভাবেই চলতে পারে না। আমরা তাই বলবো যে কমিটি গঠন হতে যাচ্ছে তাতে এ বিষয়টি সম্পর্কেও যেন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তার আগে শিক্ষা বিভাগ পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে যে অনুদান স্থগিত রেখেছে তা অবিলম্বে চালু করতে হবে।

বগুড়া পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের
শিক্ষকবৃন্দ।